সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের পাঁচ বছরের (২০০৯ হতে ২০১৩) সাফল্য চিত্র।

১. ভূমিকা:

সমাজসেবা অধিদফতর দেশের অন্যতম বৃহত্তম জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ শতকরা ৮০ জন লোক পল্লী এলাকায় বসবাস করে। দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে পল্লী জনগোষ্ঠীর অবস্থান নিম্ন পর্যায়ে বিরাজমান। তাছাড়া, শহর এলাকাও দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও কম নয়। এ সকল জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক তথা জীবনমান উন্নয়নের জন্য সমাজসেবা অধিদফতর দীর্ঘদিন যাবৎ বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর পল্লী ও শহর এলাকার দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর ও সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন: ভূমিহীন কৃষক, বেকার যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর, এতিম, ভবঘুরে, বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যবিমোচনসহ সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়া এ অধিদফতর শিশু, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রুপকল্প ২০২১ (Vission 2021) বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত কর্মসূচি বেগবান করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

এছাড়াও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬ বাস্তবায়ন এবং সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়ন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করা, পথশিশুদের পুনর্বাসন করার নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতর বর্তমান সরকারের বিগত ৫ বছরে সকল ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বিগত ৫ বছরের সাফল্য চিত্র নিম্নরূপে উপস্থান করা হলো।

২.০ সমাজসেবা অধিদফতরের আইন, বিধিমালা, কার্যক্রমভিত্তিক নীতিমালা, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, ই-সেবা কার্যক্রম ও বিভিন্ন কার্যক্রমের ৫(পাঁচ) বছরের(২০০৯ হতে ২০১৩) সাফল্যচিত্র নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্নিত হলো :

২.১ বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর প্রণীত আইন ও নীতিমালা সম্পর্কিত

২.১.১ নতুন প্রণীত আইন

০১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের সাথে সঙ্গতি রেখে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' প্রণয়ন;

০২. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' প্রণয়ন;

০৩. জাতিসংঘ শিশু সনদ বাস্তবায়নে ও শিশু সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিত করার জন্য 'শিশু আইন ১৯৭৪' রহিত করে 'শিশু আইন ২০১৩' প্রণয়ন;

০৪. 'ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১ প্রণয়ন;

০৫. 'স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১' যুগোপযোগী করার কাজ চলমান;

২.১.২ নীতি ও বিধিমালা

০১. 'জাতীয় প্রবীন নীতিমালা ২০১৩' প্রণয়ন;

০২. 'সমাজসেবা অধিদফতর গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩' প্রণয়ন;

২.১.৩ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা

০১. অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে 'প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯' প্রণয়ন;

০২. 'এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩' প্রণয়ন;

০৩. 'পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন' নীতিমালা যুগোপযোগী করে প্রণয়ন;

০৪. 'বয়স্কভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন' নীতিমালা যুগোপযোগী করে প্রণয়ন;

০৫. 'বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন' নীতিমালা যুগোপযোগী করে প্রণয়ন;

০৬. 'এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন' নীতিমালা যুগোপযোগী করে প্রণয়ন।

২.২ উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সাফল্যচিত্র

০১. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়সহ নিয়ন্ত্রনাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে;

০২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের Innovation Team গঠন করা হয়েছে। Innovation Team এর কার্যক্রম চলমান;

০৩. মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রতি বছর ২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপনের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়। সে মোতাবেক প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হচ্ছে ;

০৪. সমাজসেবা অধিদফতরের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমাজসেবা ভবন ৭ তলা হতে সম্প্রসারণ করে ১০ তলায় উন্নীত করা হয়েছে। সমাজসেবা ভবন সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে;

০৫. সমাজসেবা অধিদফতরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম গতিশীল করার নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে নবসৃষ্ট ৪২ জেলার মধ্যে ১৪ জেলায় সমাজসেবা অধিদফতরের জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের জন্য ১৪টি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে আরো ১৪টি জীপ গাড়ী ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে। আগামী অর্থবছরে আরও ১৪টি জীপ গাড়ী ক্রয় করা হবে;

০৬. সমাজসেবা অধিদফতরের সকল কর্মসূচি বহুল প্রচারের জন্য 'কাছের মানুষ' শীর্ষক ডকুমেন্টারী প্রকাশ করা হয়েছে। যা জেলা উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

০৭. সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত কর্মকান্ডের বহুল প্রচার ও জনগণকে অবহিতকরণের নিমিত্ত ৩৩টি জেলায় বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে;

০৮. তাছাড়া সকল কর্মকান্ড'র অগ্রগতি বহুল প্রচার ও জনগণকে অবহিতকরণের নিমিত্ত সমাজসেবা দিবস ২০১৪ উপলক্ষে সচিত্র তথ্যসহ 'সমাজ উন্নয়নে দীপ্ত প্রত্যয়' শীর্ষক ব্রুশিয়র প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া কার্যক্রমের ওপর লিফলেট, পোষ্টার ও সুভ্যনিয়র এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে নিয়মিত ব্রুশিয়র প্রকাশ করা হয়ে থাকে;

০৯. সকল কর্মকান্ড'র অগ্রগতির সচিত্র তথ্যসহ ২০১৪ সালের ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে;

১০. সমাজসেবা অধিদফতরের ১৪টি সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রকল্পের জনবলসহ রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা হয়েছে;

১১. দরিদ্ররোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে;

১২. সমাজসেবা অধিদফতরের সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) নতুনভাবে প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২.৩ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, ই-সেবা কার্যক্রম

০১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও নিয়ন্ত্রণাধীন সকল দপ্তরের ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে, যা নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে;

০২. ICT কার্যক্রমের আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রনাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের সকল কার্যালয়সমূহে কম্পিউটার, ডিজিট্যাল ক্যামেরা, প্রিন্টার ও মডেমসহ ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে;

০৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ নিয়ন্ত্রনাধীন সমাজসেবা অধিদফতরে নিজস্ব ডোমেইনভুক্ত ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে;

০৪. নিয়ন্ত্রণাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থায় অফিস অটোমেশনে ডিজিটাল নথি নমবর চালুসহ বাংলা ইউনিকোড ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান;

০৫. এ টু আই কর্মসূচির আওতায় ন্যাশানাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের জেলা ও উপজেলার মধ্যে কানেক্টিভিটিসহ ওয়েবসাইট চালুর কার্যক্রম চলমান;

০৬. সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরে নিজস্ব ICT ল্যাব স্থাপন করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

০৭. প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় Database Software তৈরির কাজ চলমান;

০৮. সিএসপিবি প্রকল্পের আওতায় দুস্থ শিশুদের Database Software প্রস্তুতকরণের কাজ চলমান;

০৯. স্কার প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত Management Information System চলমান রয়েছে;

১০. Data সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ডাটাবেইজ সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে;

১১. সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সকল কার্যক্রমের উপর কর্মকর্তাদের পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হিসেবে সমাজসেবা ব্লগ চালু করা হয়েছে।

নিম্নে সমাজসেবা অধিদফতরের বিগত ৫ বছরের সাফল্যচিত্র বর্ণনা করা হলো :

৩.০ সমাজসেবা অধিদফতর:

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সমাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি :						
০১.	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	বয়স্ক ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে ২৭ লক্ষ ২২ হাজার ৫০০ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৬০০.০০ কোটি টাকা যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯৮০.১০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।	বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে। বয়স্কভাতা কার্যক্রমটি বিআইডিএস কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে, মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে কার্যক্রমটি অধিকতর কার্যকর করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	বিগত পাঁচ বছরে ভাতা বিতরণে প্রায় ১০০% সাফল্য অর্জিত হয়েছে।	▯ ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এসেছে। ▯ ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ▯ BIDS কর্তৃক কার্যক্রম মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। ▯ ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করায় ভাতা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। ▯ বিগত ৫ বছরে এ কাতে বাজেট ৬৩% বৃদ্ধি করা হয়েছে।
০২.	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা	বিধবা ভাতা ভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ ১২ হাজারে এবং ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৭০.০০ কোটি টাকা যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৩৩১.২০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।	বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে। কার্যক্রমটি অধিকতর সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে।		▯ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও সহজীকরণের জন্য ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। ▯ ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ▯ ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করায় ভাতা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। ▯ বিগত ৫ বছরে এ খাতে বাজেট ৩৫% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৩.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০০ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৬০.০০ কোটি টাকা হতে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৩২.১৩ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।	বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।		কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও সহজীকরণের জন্য ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান। মাসিক ভাতার পরিমান ৩০০ টাকা হতে ৩৫০ টাকায় উন্নীত করে কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে। ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করায় ভাতা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। বিগত ৫ বছরে এ খাতে বাজেট ১২০% বৃদ্ধি করা হয়েছে।
০৪.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ভোগীর সংখ্যা ১৩ হাজার থেকে ২০,৪৮২ জনে উন্নীত করা হয়েছে। উপবৃত্তির হার: প্রাথমিক স্তর-৩০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তর-৪৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর-৬০০ টাকাও উচ্চতর স্তর-১০০০ টাকা। এ খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ৬.০০ কোটি টাকা হতে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯.৭০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।	উপবৃত্তি গ্রহণকারীদের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব হতে চেকের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ পরিশোধ করা হয়।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নীতিমালা যুগোপযোগী করা হয়েছে।	বিগত চার বছরে ভাতা বিতরণে প্রায় ১০০% সাফল্য অর্জিত হয়েছে।	কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও সহজীকরণের জন্য ভাতাভোগীদের ডাটা বেইজ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করায় ভাতা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। বিগত ৫ বছরে এ খাতে বাজেট ৬২% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৫.	প্রামিত্মক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন: হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	হিজড়া জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার উদ্দেশ্যে ২০১২-২০১৩ মেয়াদকালে পাইলট হিসেবে দেশের ৭টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা, বগুড়া ও সিলেটে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সর্বমোট ২১টি জেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।	বর্ণিত বছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪ স্তরে ১৩৫ জন হিজড়া শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব ৩৫০ জন হিজড়াকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।	এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে হিজড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে। নিজিদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহ লক্ষনীয়।	--	বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গৃহীত এ কর্মসূচি হিজড়াদের জীবনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনার পথে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের ন্যায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে গৃহীত এ কর্মসূচি আরো ফলপ্রসূ হবে এবং হিজড়াদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে সমাজ উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে।
৬.	বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার উদ্দেশ্যে ২০১২-২০১৩ মেয়াদকালে পাইলট হিসেবে দেশের ৭টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগাঁ ও হবিগঞ্জ এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সর্বমোট ২১টি জেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।	বর্ণিত বছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪ স্তরে ৮৭৫ জন বেদে, দলিত ও হরিজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব ২১০০ জন বেদে, দলিত ও হরিজন ব্যক্তিকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।	এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বেদে, দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে। নিজিদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহ লক্ষণীয়।	--	বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রামিত্মক এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গৃহীত এ কর্মসূচি বেদে, দলিত ও হরিজন ব্যক্তিদের জীবনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনার পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের ন্যায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে গৃহীত এ কর্মসূচি আরো ফলপ্রসূ হবে এবং বেদে, দলিত ও হরিজনদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে সমাজ উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
▯ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি :						
০৭.	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস)	▯ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) এর আওতায় ৩,৮৩,৭৪০টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ১৫৫ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে। ▯মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।	ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০৪৭০ জনকে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।	▯কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে পল্লী এলাকার অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ▯কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা যুগোপযোগী করায় মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে।	আদায়ের হার ৮৯%।	▯ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১,৮৫,৯২৭টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে ৪৭ কোটি ১ লক্ষ টাকা বেশী বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে। ▯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এখাতে অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে পূর্বের তুলনায় অধিক বেগবান করেছে।
০৮.	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি)	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম(ইউসিডি) এর আওতায় ৩৭,৭৩৪ টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে।	ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।	শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) বাস্তবায়নের ফলে শহর এলাকার অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।	আদায়ের হার ৮৯%।	▯ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণের ফলে শহর এলাকার অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে। ▯ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বাস্তবায়ন নীতিমালা যুগোপযোগী করার কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৯.	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (আরএমসি)	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম(আরএমসি) এর আওতায় মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ৩১৮ টি উপজেলায় ৫৯,২৫৫টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে ১৭ কোটি ১২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ও পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া, ছোট পরিবার গঠনে লক্ষ্যভুক্ত মহিলাদের দলীয় সভায় নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়।	ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২৭৪৪৩ জনকে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (আরএমসি) বাস্তবায়নের ফলে পলøx এলাকার অসহায় ও বিপন্ন মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।	আদায়ের হার ৮৮%।	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম (আরএমসি)এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণের ফলে গ্রামের অসহায় ও বিপন্ন মহিলাগণ আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে। লক্ষ্যভুক্ত মহিলা সুবিধাভোগীগণ স্বাবলমবী হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
১০.	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ৫৩২৬৭ টি পরিবারের মধ্যে ৬৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।	এ কর্মসূচির আওতায় এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অনেকেই ঋণ গ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন।	কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা যুগোপযোগী করে এপ্রিল ২০১০ হতে নতুন নীতিমালার আলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	আদায়ের হার ৬২%।	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪৮৬৩টি পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে ১২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা বেশী পুন:বিনিয়োগ করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে এ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বাস্তবায়নে নিয়োজিত কর্মচারিদের উৎসাহিত করার জন্য শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মীদের পুরস্কৃত করার কাজ চলমান রয়েছে।
সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম :						
১১.	কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র	৩ টি কিশোর/কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র (টঙ্গী, গাজীপুর ও পুলেরহাট, যশোর (বালক) এবং কোনাবাড়ী, গাজীপুর (বালিকা)) ৫০০ টি আসনের মধ্যে ৫৬৮ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অপরাধমুক্ত ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ৫৫৮৭ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করায় সামাজিক অবক্ষয়রোধ করা হচ্ছে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২.	সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র	৬টি ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ১৯০০ আসনে ৪৫২ জন নিবাসী রয়েছে। কেন্দ্রে অবস্থিত নিবাসীদের ভরণ পোষণ, চিকিৎসা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	ভবঘুরে ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত কেন্দ্রে রেখে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৩৫০ জনকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত ‘‘ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১’’ প্রণয়ন করা হয়েছে।	--	কেন্দ্রে অবস্থিত নিবাসীদের ভরণ পোষণ, চিকিৎসা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করায় সামাজিক অবক্ষয়রোধ করা হচ্ছে।
১৩.	সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৬ টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ৬০০ টি আসনের মধ্যে ১৫১ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ৪৩০_জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করায় সামাজিক অবক্ষয়রোধ করা হচ্ছে।
১৪	মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফ হোম)	৬ টি সেফ হোম ৩০০ টি আসনের মধ্যে ৩১১ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় নিজেদের অধিকার করে নিরাপদ আবাসনের সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ৩৩৬৯ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সেফ হোম কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫.	প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম	প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ১১৮৯ জনকে প্রবেশনে মুক্তি প্রদানসহ সমাজে পুনরায় একীভূত করা হয়েছে। অপরাধীকে প্রথমবারের মত আত্মসুদ্ধির সুযোগ দিয়ে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪ টি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতিতে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে ০১(এক) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।	কারাগারের অভ্যন্তরে কারাবন্দিদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, সেলাই প্রশিক্ষণ, বাঁশবেত, গামছা বুনন, ঠোংগা তৈরীসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে তোলা হচ্ছে।	আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ১০,১৯৪ জনকে সমাজে বিভিন্নভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করায় সামাজিক অবক্ষয়রোধ করা হচ্ছে।		▯ এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অপরাধীকে প্রথমবারের মত আত্মসুদ্ধির সুযোগ দিয়ে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার করা এবং সামাজিক অবক্ষয়রোধ সহজতর হচ্ছে। ▯ প্রবেশন এন্ড আফাটার কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করায় সামাজিক অবক্ষয়রোধ করা হচ্ছে।
শিশু কিশোর উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমঃ						
১৬.	সরকারি শিশু পরিবার	৮৫ টি(ছেলে ৪৩ টি, মেয়ে ৪১ টি এবং মিশ্র ১ টি) সরকারি শিশু পরিবারে ১০৩০০টি আসনে নিবাসী সংখ্যা ৯৪৪৫ জন। নিবাসীদের প্রতিপালনের জন্য মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	এতিম দুস্থ শিশুরা সরকারি শিশু পরিবারে শিক্ষা, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে শৃঙ্খলিত হয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারিভাবে প্রতিপালিত নিবাসীদের মধ্যে ৬৩৩১ জন নিবাসীকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	▯ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ▯ পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করায় সমাজ উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭.	ছোটমণি নিবাস (০ হতে ৭ বছর)	৬ বিভাগে ৬ টি ছোটমণি নিবাসে ৬০০ টি আসনের মধ্যে ২১৭ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীদের কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় সমাজে নিজেদের অধিকার নিয়ে জীবন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ২১৭ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ‘ছোটমণি নিবাস’ এর নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ বরাদ্দ ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করায় শিশু আইন ২০১৩ মোতাবেক শিশু অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
১৮.	দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র (ঢাকার আজিমপুরে)	দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্রে (আজিমপুর, ঢাকা) ৫০টি আসন ৩৪ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ১২৫০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় সমাজে নিজেদের অধিকার নিয়ে জীবন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ১০৮ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ‘দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র’ এর নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ বরাদ্দ ৭৫০/- টাকা হতে ১২৫০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদান করে শিশু আইন ২০১৩ মোতাবেক শিশু অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
১৯.	দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ৩টি। ৭৫০টি আসনের মধ্যে ৪৫৮ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ১৪৬৩ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করায় শিশু অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০.	বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত ৩,৪৩৯টি নিবন্ধনকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ৫৯,৩৭৯ জন নিবাসীকে ৬৩ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হচ্ছে।	সরকারের পাশাপাশি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত নিবন্ধনকৃত ৩,৪৩৯টি বেসরকারি এতিমখানা এতিম শিশুদের প্রতিপালন করে সমাজ বিনির্মাণে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পচ্ছে।	১,৯৮,৫৪০ জন নিবাসীকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ক্যাপিটেশন বরাদ্দ ৭০০/- টাকা হতে ১০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাকে উৎসাহিত ও সহায়তা করা হচ্ছে।
প্রতিবন্ধী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমঃ						
২১.	সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম	৬৪ জেলায় ৬৪ টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রে ৬৪টি আসনের মধ্যে বর্তমানে ২৮৬ জন নিবাসী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা কেন্দ্রের নিবিড় পরিচর্যায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ১১২ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২২.	সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৫ টি সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ৩৪০ টি আসনের মধ্যে ২০১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ৯১৩ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৩.	মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান	চট্টগ্রামের রাউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান ৫০ টি আসনের মধ্যে ৬৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ৩১ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান কন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৪.	জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১ টি জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৫০ টি আসনের মধ্যে ৪ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ৪৯ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৫.	বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৭টি বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ৬২০ টি আসনের মধ্যে ৪১১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ৯৩৫ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	---	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় কেন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
২৬.	শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২১৫ টি আসনের মধ্যে ৪৭ জন প্রশিক্ষণার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০ টাকা।	নিবাসীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী করার সুযোগ পাচ্ছে।	সরকারের পাঁচ বছরে ২১৬ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কন্দ্রের নিবাসীদের মাথাপিছু মাসিক ভরণপোষণ ব্যয় ১৫০০/- টাকা হতে ২০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৭.	প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ	বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পরিবার/ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণ, দেশে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ ও নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান করে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দেশব্যাপী ১ জুন ২০১৩ থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করা হয়। এ পর্যন্ত ৫৬৪ টি ইউনিটের মাধ্যমে ১৬,৪৭,০০৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ডাক্তার কর্তৃক ৮,৮৬,৬১৪ জন জরিপকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতা নির্ধারণ করা হয়েছে । বাদপড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জরিপভুক্তকরণ, প্রশিক্ষিত ডাক্তার/কনসালট্যান্ট কর্তৃক জরিপভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রা নিরূপণসহ ছবি ধারণ এবং অনলাইনভিত্তিক ফরম এর মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ বাস্তবায়নে এ জরিপ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩’ বাস্তবায়ন সহজতর হবে। জরিপের তথ্যাদি সকল প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ব্যবহার উপযোগী হবে এবং বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।	এ জরিপ কর্মসূচি সম্মপন্ন হলে প্রতিবন্ধীদের জন্য বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়র করে তাদের অধিকার ও সুরক্ষা করা সহজতর হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন হবে। কারো প্রতি বৈষম্য নয়, সকলের প্রতি সমঅধিকার নিশ্চিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের পথ সুগম হবে। সংগৃহীত তথ্য **Database Software** এ সংরক্ষণ করে তাদের জন্য বাস্তব উপযোগী কর্মকৌশল নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।	এ পর্যন্ত জরিপের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	বর্তমানে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সুষ্ঠু সম্পাদনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৬৪ জন মাষ্টার ট্রেইনার, ৩৬৬৩ জন তথ্য সংগ্রহকারী, ৬০৫ জন ডাক্তার/ কনসালট্যান্ট এবং ৫৪৮ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভাগয়ি পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের ১৭৬৯ জন কর্মকর্তাসহ ৫৬২ টি উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যারয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে এ জরিপ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৮.	কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র	গাজীপুরের টঙ্গীস্থ ইআসিপিএইচ কেন্দ্রে ‘কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র’ স্থাপিত। এ কেন্দ্রে উৎপাদিত কৃত্রিম অংগ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃতমূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।	শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী ও গুণগত মান নিশ্চিত করে এ কেন্দ্রের উৎপাদিত কৃত্রিম অংগসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে দেয়া হয়	‘কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র’ হতে উৎপাদিত কৃত্রিম অংগসমূহ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করায় তারা স্বাভাবিক চলাফেরায় সুযোগ পাচ্ছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ কেন্দ্রের উৎপাদিত মালামালে গুণগত মান বৃদ্ধি করা হচ্ছে।
২৯.	**ব্রেইল প্রেস**	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ ইআসিপিএইচ কেন্দ্রে স্থাপিত ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে মূদ্রিত পুস্তক বিনামূল্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।	ব্রইল প্রেসের মাধ্যমে মূদ্রিত পুস্তক বিনামূল্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে সরবরাহ করায় বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।	ব্রেইল পুস্তক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে সরবরাহ করায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে। যা সামাজ কাঠামো উন্নয়নে অগ্রায়ন ভূমিকা রাখছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ কেন্দ্রের উৎপাদিত ব্রেইল পুস্তকের উপযোগিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে অধিক উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।
৩০	**প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র**	গাজীপুরের টঙ্গীস্থ ইআসিপিএইচ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় স্থাপিত মৈত্রী শিল্প কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্লাস্টিক সামগ্রী যেমন: বালতি, জগ, মগ, বদনা,গ্লাস, হ্যাঙ্গার উৎপাদন করা হয়।	**এ কেন্দ্রের** মাধ্যমে উৎপাদিত প্লাস্টিক সামগ্রী গুনগত মান রক্ষা করায় তার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্লস্টিক সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাত করায় তাদের কর্মক্ষম করে তোলা হচ্ছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ কেন্দ্রের উৎপাদিত প্লাস্টিক সামগ্রীর গুনগতমান রক্ষা করায় ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অধিকহারে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩১.	**মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট**	গাজীপুরের টঙ্গীস্থ ইআসিপিএইচ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় স্থাপিত **মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট** স্থাপন করা হয়। অত্যাধুনিক মেশিন রিভার্স ওসমোসিস পদ্ধতিতে দৈনিক ৫০০০ লিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এ **প্লান্টে**র মাধ্যমে বোতলজাতকৃত ওয়াটার 'মুক্তা' নামে বাজারজাত করা হয়। এ **প্লান্টে** আয় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়ে থাকে।	এ **প্লান্টে**র মাধ্যমে উৎপাদিত **মিনারেল/ ড্রিংকিং** ওয়াটার এর গুণগতমান নিশ্চিত করায় এর ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।	এ **প্লান্টে**রমাধ্যমে উৎপাদিত **মিনারেল/ ড্রিংকিং** ওয়াটার এর বিক্রিত অর্থ প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে ব্যবহার করায় তাদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের কর্মক্ষম করে তোলা হচ্ছে।	--	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ **প্লান্টে** উৎপাদিত মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটার গুনগতমান রক্ষা করায় ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পূর্বের তুলনায় অধিকহারে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।
সেবামূলক কার্যক্রমঃ						
৩২.	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১৭,৭৮,৮৩৯ জন দরিদ্র রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিমিত্ত ৫০৯টি সরকারি, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেøক্সে গঠিত রোগী কল্যাণ সমিতিকে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ১০ কোটি ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সেবামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে।	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সেবামূলক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ্ কমপেøক্সে রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম যুগোপযোগী ও গতিশীল করার জন্য 'হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা' অনুমোদন করা হয়েছে।	--	পূর্ববর্তী সময়ের ৯১ টি হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্স এ রোগী কল্যাণ সমিতি গঠন ও নিবন্ধন প্রদান করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৩.	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	১৯৬১ সালে স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) ১৯৬১ অধ্যাদেশের আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর হতে বিগত চার বছরে ৬৪ জেলা হতে ৬৭১৯টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ যাবত নিবন্ধিত সংস্থার সংখ্যা ৬২ হাজার ৪৫৭ টি।	যে সকল সংস্থা নিষ্ক্রীয় ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে লিপ্ত ছিল সে সকল সংস্থার শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে ১০ হাজার ৮২৭টি সংস্থা বিলুপ্তি করা হয়েছে।	স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ যুগোপযোগী করার কাজ চলমান ; সংশ্লিষ্ট বিধি, ১৯৬২ সংশোধনপূর্বক নিবন্ধন ফি ২,০০০/- থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;	--	নিবন্ধন ফি ২,০০০/- থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করায় কার্যক্রমের কাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম সমাজ উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি সহায়ক ভূমিকা পালিত হচ্ছে। নিষ্ক্রীয় ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজে লিপ্ত সংস্থা বিলুপ্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
৩৪.	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে ভিক্ষুক জরিপ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে **'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্টির পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান'** শীর্ষক কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়। ঢাকা মহানগরীকে ১০টি ভাগে ভাগ করে একই দিনে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। তার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় ৩৭ জনকে ও জামালপুর জেলায় ২৯ জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	পুনর্বাসিত ৬৬ জন ব্যক্তি সামাজিক ও পারিবারিকভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে।	কর্মসূচির সুফল প্রচারণার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে সংশিøষ্টদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে ভিক্ষাবৃত্তি পেশা নিকট ভবিষ্যতে সমাজ হতে দূরীভূত হবে।	--	ঢাকা মহানগরীতে ১০ টি ভিআইপি এলাকাকে ভিক্ষুকমুক্ত হলে তার প্রভাব সমাজের সকল ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হবে। বর্তমানে ঢাকা শহরের বিমান বন্দর, হোটেল সোনারগাঁও, হোটেল রূপসী বাংলা, হোটেল রেডিসন, বেইলী রোড, কুটনৈতিক জোন ও দুতাবাস এলাকাসমূহকে প্রাথমিকভাবে ভিক্ষুকমুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রম	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রশিক্ষণ বিষয়কঃ						
৩৫.	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি সমাজসেবা ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ১৬২১ জন কর্মকর্তাকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পেশাগত কাজের মান উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও আর্থিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ তাদের প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞানের মাধ্যমে লক্ষভুক্ত জনগোষ্ঠীর সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে।	১০০%	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৬৩৫ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। আইসিটি বিষয়ক, তথ্য আইন-২০০৯, শিশু আইন-২০১৩, এসিআর লিখন ও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদানে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৩৬.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (৬ বিভাগে ৬ টি)	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ১৬৫৯ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মচারিদের পেশাগত কাজের মান উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	প্রশিক্ষিত কর্মচারীগণ তাদের প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞানের মাধ্যমে লক্ষভুক্ত জনগোষ্ঠীর সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে।	১০০%	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ৫ বছরে ৪০টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১৬৫৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারির সংখ্যা ২০০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৩৭.	আইসিটি ল্যাব	সমজসেবা অধিদফতরের সমাজসেবা ভবনে ২০১৩ সালে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করায় এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধি পেয়েছে।	আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে এ বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে।	সমাজসেবা ভবনে একটি পরিশীলিত কক্ষে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেয়েছে।	--	ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণ ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ অধিদফতরের আইসিটি ল্যাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩.১ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত ও বাস্তবায়িত বর্তমান সরকারের ৫(পাঁচ) বছরের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্য চিত্র:

ক্রমিক	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৮.	সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ফর ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসপিভিজি)	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। এর সম্পুর্ন অর্থ জিওবি খাতের। প্রকল্পটি জুলাই/২০০৯ থেকে শুরু হয়ে জুন/২০১০ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। ক. ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১৭৫০০ জন চা শ্রমিকদের মাঝে ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ ১৬ হাজার ১০০ শত টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। খ. ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৫০,০০০ জন লিল্লাহ বোর্ডিং ছাত্র-ছাত্রীদের ১০০০ টাকা হারে মোট ৫ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গ. ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১০০০০ জন রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের জন্য ১০০০ টাকা হারে মোট ১ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঘ. ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৪৩টি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কারের নিমিত্তে মোট ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঙ. ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১০০০ জন ক্যান্সার রোগীদের মাঝে ৫০০০০ টাকা হারে মোট ৫ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান।	বছরের তিন মাস চা শ্রমিকগণ বেকার থাকেন ঐ সময় তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী সহায়তা করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব পূরণ করা হয়েছে। লিল্লাহ বোর্ডিং ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করায় জনমনে স্বসিত্ম ফিরে এসেছে। সঠিক সময়ে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়েছে।	দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে।	১০০%	প্রকল্পটির ১০০% কাজ জুন ২০১০ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। লিল্লাহ বোর্ডিং , রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। সঠিক সময়ে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়েছে।

ক্রমিক	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৯.	সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর দি ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসভিজি)	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। এর সম্পুর্ণ অর্থ জিওবি খাতের। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১১ থেকে শুরু হয়ে জুন/২০১৩ মাসে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ক. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১০০০০ জন চা শ্রমিকদের মাঝে ৩ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪০০ শত টাকার খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। খ. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৫০০০ জন লিলøvহবোডিং ছাত্রদের মাঝে ১০০০ টাকা হারে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গ. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৫০০ জন রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের জন্য ১০০০ টাকা হারে মোট ১৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঘ. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১৮৭টি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কারের নিমিত্তে মোট ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ১ শত ৭২ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঙ. ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬০০ জন ক্যান্সার রোগীদের মাঝে ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা হারে মোট ৩ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।	বছরের তিন মাস চা শ্রমিকগণ বেকার থাকেন ঐ সময় তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী সহায়তা করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব পূরণ করা হয়েছে। লিল্লাহ বোর্ডিং ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করায় জনমনে স্বসিত্ম ফিরে এসেছে। সঠিক সময়ে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়েছে।	দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে	১০০%	প্রকল্পটি অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। লিল্লাহ বোর্ডিং , রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের মাঝে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। সঠিক সময়ে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়েছে।

ক্রমিক	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪০.	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ নির্মাণ	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২১৫৩৩.৮৪ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি খাতে ১৬৯৩৮.০২ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ৪৫৯৫.৮২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জানুয়ারি/২০১০ থেকে জুন/২০১৪ মেয়াদে সম্পন্ন হয়েছে।	স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজের দারিদ্র জনগণ বিশোষায়িত বিশেষত: মহিলা শিশু, অটিস্টিক, এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ। গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা নার্স তৈরীর জন্য একটি আধুনিক নার্সিং কলেজ স্থাপন। কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র ও দুস্থ রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা।	৫০৫৭২ ব:মি: বিশিষ্ট ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল এবং গ্রাজুয়েট ও ডিপ্লোমা নার্সদের আধুনিক কলেজের অবকাঠামো এবং ডরমেটরী ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	১০০%	প্রকল্পটি অগ্রগতি ১০০% অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সমাজের দারিদ্র জনগণ বিশেষত: মহিলা শিশু, অটিস্টিক, এবং প্রতিবন্ধীদের কমপক্ষে ৩০% রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৪১.	Construction of Bangladesh Mohila Samity Complex Building for the Underprivileged Women in the Society	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২৪৮০.৯৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি খাতে ১৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ১০২১.১৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জুলাই/২০১১ থেকে জুন/২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন।	ক) নারী ও শিশু উন্নয়নের কার্যক্রমসমূহ উন্নত পরিবেশে বাস্তবায়ন; খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের পরিবারের আয়বৃদ্ধি ও স্বনির্ভর করে তোলা; গ) প্রজনন স্বাস্থ্য ও ঝঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান; ঘ) মহিলাদের স্বাস্থ্য, সামাজিক, আইনগত এবং সমসাময়িক বিষয়ে মহিলাদের জনসচেতনতা সৃষ্টি; ঙ) অনগ্রসর মহিলাদের বিনামূল্যে ভকেশনাল ট্রেনিং প্রদান, স্বাক্ষরতা কর্মসুচী, কম্পিউটিং ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদান ও তাদেরকে কর্মজগতে অন্তর্ভুক্ত করা; চ) সেবিকাদের উন্নত আইটি প্রশিক্ষণ এবং প্রফেশনাল দক্ষতা বৃদ্দির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং ছ) পারিবারিক আইন ও পাঁচার রোধে আইনী সহায়তা প্রদান।	৬২২৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৫তলা ভবন (২টি বেইজমেন্ট) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	১০০%	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রজনন স্বাস্থ্য ও ঝঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, সেবিকাদের উন্নত আইটি প্রশিক্ষণ এবং প্রফেশনাল দক্ষতা বৃদ্দির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও পাঁচার রোধে আইনী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ক্রমিক	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪২.	Expansion and Development of PROYASH at Dhaka Cantonment	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৬১.০৭ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি খাতে ৩০৯৪.৬০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ২০৬৬.৪৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।	ক) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অবস্থিত প্রয়াসের বিদ্যমান সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন; খ) যে সকল শিশু ও যুবদের বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যথাযথ উন্নয়ন; এবং গ) যে সকল শিশুদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন তাদের বিষয়ে সচেতনতা এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং পরিবারের সাথে পুনর্বাসন করা।	অটিজম এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ।	৫০%	প্রকল্পটির অবকাঠামোর কাজ গত অর্থ বছরে ৪০% অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। চলতি অর্থ বছরে ১০০% সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
৪৩.	ইনস্টিটিউট ফর অটিস্টিক চিল্ড্রেন এন্ড বয়াইন্ড, ওল্ড হোম এন্ড টিএন মাদার চাইল্ড হসপিটাল (সংশোধিত)	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল মোট ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি খাতে ৯১২.০০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জানুয়ারি, ২০০৯-জুন, ২০১২-মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে।	মা ও শিশুদের চিকিৎসার মান উন্নয়ন। প্রসূতি সেবা ও নিরাপদ সমত্মান প্রসব সেবার মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যু, নবজাতক মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা। প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি। ৩০% গরীব রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা সেবা দান। ১০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল নির্মাণ।	প্রকল্পটি ৮তলা ভিত্তের উপর ৪তলা ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মা ও শিশুদের চিকিৎসার মান উন্নয়ন, প্রসূতি সেবা ও নিরাপদ সমত্মান প্রসব, মাতৃ, নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করে ৩০% গরীব রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা সেবা দান।
৪৪.	ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল সমপ্রসারন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ইন্সটিটিউট অব কমিউনিটি এন্ড ফ্যামিলি হেলথ শক্তিশালীকরণ	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ছিল ২২৯৫.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি ১২৯৭.০০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জুলাই ২০০৮-জুন, ২০১১-মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে।	মুমুর্ষ রোগীদের জন্য জরুরী কেয়ার ইউনিট গঠন করা, গর্ভবর্তী মা ও অতি ঝুকিপূর্ণ নবজাতকের জরুরী চিকিৎসার জন্য পৃথক ওয়ার্ড তৈরী করা, বিদ্যমান ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবারহের মাধ্যমে অপারেশন থিয়েটারকে উন্নীতকরণ, রোগ নির্ণয় ও আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা, হাসপাতালে আগত ৩০% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।	হাসপাতাল ভবন অবকাঠামো নির্মাণ হয়েছে।	১০০%	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মুমুর্ষ রোগীদের জন্য জরুরী কেয়ার ইউনিট গঠন, গর্ভবর্তী মা ও অতি ঝুকিপূর্ণ নবজাতকের জরুরী চিকিৎসার সুযোগ, রোগ নির্ণয় ও আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মেডিকেল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে ৩০% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ক্রমিক	কর্মকান্ডের বিষয়	৫(পাঁচ) বছরের অর্জন (২০০৯-২০১৩)			সাফল্যের হার	পূর্ববর্তী বছরের তুলনামূলক বিবরণী
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৫.	ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর বহির্বিভাগ, পরীক্ষা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সম্প্রসারণ (সংশোধিত)	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ২০৭৪.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি খাতে ১০৮১.২০ লক্ষ টাকা এবং সংস্থার অবদান ৯৯২.৮০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জুলাই, ২০০৬-জুন, ২০১১-মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে।	কার্ডিয়াক রোগীদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ, বহিঃবিভাগ চালু। কালার ডপলার, ইকো, এক্সরে, ইটিটি, আলট্রাসনোগ্রাম, প্যাথলজি ইত্যাদি পরীক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা। কার্ডিয়াক রোগীদের পুনর্বাসন করা। কার্ডিও ভাসকুলার রোগের সঠিক পরিমাপ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা। ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান।	প্রকল্পটি ৯০০০ বর্গমিটার (৩য় ও ৪র্থ তলা নির্মাণ) একটি বেসমেন্ট ফ্লোরসহ ৪র্থ তলা ভবন নির্মাণ হয়েছে।	১০০%	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কার্ডিয়াক রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান ও কার্ডিয়াক রোগীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। কার্ডিও ভাসকুলার রোগের সঠিক পরিমাপ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থাসহ ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান।
৪৬.	সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (সংশোধিত) (স্কার)	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় মোট ৮৯৭৬.০০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে ৮৮৯২.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য জিওবি ৮৪.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	শিশু আইন-২০১৩ অনুসারে শিশূদের মনোসামাজিক সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিত করা। পথ শিশুদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত করা। এতিম এবং পিতা মাতার স্নেহ বঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসিত করা। সমাজসেবা অধিদফতর এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করন। এ প্রকল্পের আওতায় ২১০০ জন শিশুকে সেবা প্রদানের ব্যবসস্থা রয়েছে। এ যাবত ১৮১৮ জন শিশুকে সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে এবং ৯০৪ জন শিশুকে তাদের পরিবারে পুনঃএকীকরণ করা হয়েছে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শিশূদের মনোসামাজিক সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিত করে তাদের সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।	৮০%	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে শিশু আইন-২০১৩ অনুসারে শিশূদের মনোসামাজিক সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিত করা, পথ শিশুদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত করা, এতিম এবং পিতা মাতার স্নেহ বঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।